আলোচিত শিশু নন্দিনী হত্যা মামলার প্রধান আসামির মৃত্যুদণ্ড

কাওছার মাহমুদ, লালমনিরহাট

লালমনিরহাটের আদিতমারীতে সাত বছরের শিশু নন্দিনী রানী হত্যা মামলায় প্রধান আসামি বিধান চন্দ্রকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই মামলায় তার বাবা রনজিং কুমার রায়কে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

গতকাল রোববার (২৩ আগস্ট) লালমনিরহাটের দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. হায়দার আলী এ রায় ঘোষণা করেন। আদালতের রায়ের নথি থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

মামলার নথি অনুযায়ী, আদিতমারী উপজেলার ভেলাবাড়ী ইউনিয়নের ফলিমারী গ্রামের নলিনী মোহন বর্মণের সাত বছর বয়সী মেয়ে নন্দিনী রানী গত ১৫ জুন নিখোঁজ হয়। পরদিন ১৬ জুন সকালে স্থানীয় একটি ভুট্টাখেত থেকে বস্তাবন্দি অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় নন্দিনীর বাবা থানায় মামলা করেন।

মামলার তদন্ত শেষে পুলিশ বিধান চন্দ্র ও তার বাবা রনজিং কুমার রায়ের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে। পরে আদালতে সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ, সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক শেষে মামলাটির রায়ের জন্য ২৩ আগস্ট দিন ধার্য করা হয়।

রায়ের নথিতে বলা হয়েছে, বিধান চন্দ্রের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩০২/২০১/৪০৪ ধারায় আনা অভিযোগের মধ্যে হত্যার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মৃত্যুদণ্ড এবং ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

অপর আসামি বিধানের বাবা রনজিং কুমার ও মা মমোতা রানীকে দণ্ডবিধির ৪০৪ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

রায়ের নথিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বিধান চন্দ্রের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন অনুযায়ী উচ্চ আদালতের অনুমোদনসহ পরবর্তী আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

পাওনা টাকার বিরোধে কৃষককে হত্যা, ৬ জনের যাবজ্জীবন

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় পাওনা টাকা নিয়ে বিরোধের জেরে কৃষক ছানোয়ার হোসেন হত্যা মামলায় এক নারীসহ ছয় আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

রোববার (২৩ আগস্ট) দুপুরে সিরাজগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ মো. ইকবাল হোসেন এ রায় ঘোষণা করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) শাকিল মোহাম্মদ শরিফুল হায়দার (রফিক সরকার)।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- সলঙ্গা থানার চর বেড়া গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে মানিক হোসেন ওরফে হীরা মানিক, একই গ্রামের আমজাদ হোসেন আকন্দের ছেলে মাহমুদুল হাসান নয়ন, ইসমাইল হোসেন আকন্দের ছেলে রুবেল মিয়া, ছোলায়মান হোসেন আকন্দের ছেলে শরিফুল ইসলাম, চর গোজা গ্রামের আনোয়ার হোসেনের স্ত্রী রাবেয়া খাতুন এবং রামারচর গ্রামের মোন্নাফের ছেলে শাহাদত হোসেন। মামলার নথি সূত্রে জানা যায়, কৃষক ছানোয়ার হোসেনের সঙ্গে পাশের চর বেড়া গ্রামের মানিক হোসেন ওরফে হীরা মানিকের বন্ধুত্ব ছিল। সেই সম্পর্কের সূত্রে ছানোয়ারের কাছ থেকে দুই লাখ ২০ হাজার টাকা ধার নেন হীরা মানিক। পাওনা টাকা ফেরত চাওয়াকে কেন্দ্র করে দুজনের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ২০২০ সালের ৮ জুলাই সন্ধ্যায় মোবাইল ফোনে ছানোয়ার হোসেনকে ডেকে নিয়ে যান হীরা মানিক। এরপর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজ করেও তার সন্ধান পাননি। ১২ জুলাই সকালে উল্লাপাড়া উপজেলার সূর্য নদীতে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ছানোয়ারের পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি শনাক্ত করেন। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী সেলিনা খাতুন বাদী হয়ে হীরা মানিকের নাম উল্লেখ করে সলঙ্গা থানায় হত্যা মামলা করেন। তদন্ত শেষে পুলিশ ছয়জনকে অভিযুক্ত করে ২০২২ সালের ৩০ এপ্রিল আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে।

হবিগঞ্জে আবারও খোয়াই নদীর বাঁধে ভাঙন, লোকালয়ে ঢুকছে পানি

সিরাজুল ইসলাম জীবন, হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জ সদর উপজেলার লস্করপুর ইউনিয়নের কালীগঞ্জ এলাকায় খোয়াই নদীর বাঁধে আবারও ভাঙন দেখা দিয়েছে। দেড় মাসের ব্যবধানে একই বাঁধে ফের ভাঙন দেখা দেওয়ায় আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ভাঙন দিয়ে দ্রুতগতিতে লোকালয়ে পানি প্রবেশ করছে। গতকাল রোববার দুপুরে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে খোয়াই নদীর পানি চুনারুঘাটের বাল্লা পয়েন্টে বিপৎসীমার ১৪০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলে কালীগঞ্জ বাঁধের একটি অংশ ভেঙে যায়। এতে আশপাশের এলাকায় পানি ঢুকতে শুরু করে।

এর আগে গত ৯ জুলাই রাতে একই বাঁধে ভাঙন দেখা দিলে হবিগঞ্জ সদর ও আশপাশের এলাকার অর্ধশতাধিক গ্রাম প্লাবিত হয়। এতে ওই এলাকার বাসিন্দাদের শত কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয় বলে স্থানীয়রা জানান। পরে পানি উন্নয়ন বোর্ড বাঁধ সংস্কারের কাজ শুরু করলেও কাজের ধীরগতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে আসছিলেন এলাকাবাসী।

তাদের অভিযোগ, সময়মতো বাঁধের সংস্কার ও স্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া হলে একই স্থানে ফের ভাঙনের ঘটনা এড়ানো সম্ভব হতো। এদিকে নতুন করে বাঁধ ভেঙে পানি প্রবেশ করায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। দ্রুত বাঁধের ভাঙন বন্ধ করে লোকালয়ে পানি প্রবেশ ঠেকাতে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

আর এদিকে রোববার সকাল সাড়ে ১০টায় খোয়াই নদীর বাঁধ ভাঙনের আগে হবিগঞ্জ সদর উপজেলায় ক্ষতিগ্রস্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ মেরামত কার্যক্রম পরিদর্শন করেন জাতীয় সংসদের হুইপ ও হবিগঞ্জ সদর-৩ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্ব জি কে গউছ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, হবিগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী সায়েদুর রহমান, হবিগঞ্জ সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আবু জাহের, হবিগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল হকসহ এলাকাবাসী। পরিদর্শনের কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় বারের মতো একই জায়গায় লস্করপুর ইউনিয়নের কালিগঞ্জ নামক স্থানে খোয়াই নদীর বাঁধ ভেঙে যায়।

উল্লেখ্য, গত ৯ জুলাই রাতে পাহাড়ি ঢলে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার লস্করপুরে খোয়াই নদীর বাঁধ ভেঙ্গে অন্তত ২০টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছিল। এরপর সেখানে সরকার ৮৮ লাখ টাকা বরাদ্ধ দেয় বাঁধ নির্মাণের জন্য।

কোলকাতায় অগ্নিকাণ্ডে নিহত সাংবাদিক দেবাশীষসহ পরিবারের ৪ জনের মরদেহ কুষ্টিয়ায়, কান্নার রোল

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কোলকাতায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহত সাংবাদিক দেবাশীষ দত্ত এবং তার পরিবারের আরও তিন সদস্যের মরদেহ কফিনবন্দী হয়ে কুষ্টিয়ায় পৌঁছেছে। গত শনিবার (২২ আগস্ট) রাত পৌনে ১১টায় মরদেহবাহী গাড়ি কুষ্টিয়া শহরের আরুয়াপাড়ায় দেবাশীষের বাসভবনের সামনে পৌঁছালে স্বজন ও সহকর্মীদের আহাজারিতে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। নিহত চারজন হলেন সাংবাদিক দেবাশীষ দত্ত, তার স্ত্রী আফসানা শারমীন, তাদের তিন বছর বয়সী শিশু সন্তান স্বর্ণশীষ দত্ত এবং শ্বশুর আকরাম হোসেন। পারিবারিক সূত্র জানায়, গতকাল দুপুর ১টায় কোলকাতার পিচ ওয়ার্ড হিমাগার থেকে চারজনের মরদেহ নিয়ে বেনাপোল স্থলবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া হয়। বিকেলে বন্দরে দুই দেশের আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মরদেহ কুষ্টিয়ায় আনা হয়। খবর পেয়ে শনিবার সন্ধ্যা থেকেই নিহতদের শেষবারের মতো এক নজর দেখতে তাঁদের বাসভবনে স্বজন, সহকর্মী ও শত শত উৎসুক জনতা ভিড় জমান। পারিবারিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ধর্মীয় রীতি মেনে নিহতদের শেষকৃত্য ও দাফন পৃথকভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে। দেবাশীষ দত্ত ও তাঁর শিশু সন্তান স্বর্ণশীষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কুষ্টিয়া মহাশ্মশানে সম্পন্ন করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, স্ত্রী আফসানা শারমীন ও শ্বশুর আকরাম হোসেনের মরদেহ শহরের থানাপাড়াস্থ মডেল মসজিদে জানাজা শেষে কুষ্টিয়া পৌর গোরস্থানে দাফন করা হয়। উল্লেখ্য, গত ৩ আগস্ট চিকিৎসার উদ্দেশ্যে পরিবারসহ ভারতের ব্যাঙ্গালুরুতে যান সাংবাদিক দেবাশীষ দত্ত। চিকিৎসা শেষে দেশে ফেরার পথে কোলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটের একটি হোটেলে অবস্থানকালীন ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারান তারা।

জমি নিয়ে বিরোধে চাচাতো ভাইয়ের হাতে কৃষক খুন

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে জমিজমা ও পারিবারিক বিরোধের জেরে চাচাতো ভাইয়ের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তবিবার হোসেন (৪৫) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। রোববার (২৩ আগস্ট) সকাল ৭টার দিকে উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের মল্লিকপুর মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত তবিবার হোসেন মল্লিকপুর গ্রামের নবিছদ্দিন মন্ডলের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, সকালে জমিজমা ও পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তবিবার হোসেনের সঙ্গে তার ভাতিজা ও চাচাতো ভাই শাকিলের কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে শাকিল ক্ষিপ্ত হয়ে ধারালো দেশীয় অস্ত্র ও লাঠি দিয়ে তবিবার হোসেনের মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করেন। এতে গুরুতর আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তবিবার হোসেনের মরদেহ উদ্ধার করে।

তীব্র জ্বালানি সঙ্কটে

রূপগঞ্জে আম্বার বোর্ড মিলস বন্ধ ঘোষণা

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

তীব্র জ্বালানি সংকটের কারণে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের ভুলতা ইউনিয়নের হাটাবো এলাকার আম্বার বোর্ড মিলের উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ ঘটনায় বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন কারখানাটির শ্রমিকরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ২৩ আগস্ট রোববার সকালে কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে কারখানায় প্রবেশ করতে চাইলে বাধার মুখে পড়েন। এ সময় কারখানার স্টাফদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে। এতে কয়েকজন শ্রমিক আহত হয়েছেন বলে দাবি আন্দোলনকারীদের। শ্রমিকরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে তাদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য পাওনা বকেয়া রয়েছে। এর মধ্যে হঠাৎ করে তীব্র জ্বালানি সংকটের কারণ দেখিয়ে কারখানা বন্ধ ঘোষণা করায় তারা আরও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন। পাওনা পরিশোধ না করে কারখানা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত তারা মেনে নেবেন না বলেও জানান।এদিকে শ্রমিকদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কারখানা এলাকায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। শ্রমিকরা দ্রুত তাদের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ এবং কারখানা চালুর দাবি জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে আম্বার রূপগঞ্জ কমপ্লেক্সের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ ইরফান পাশা বলেন, পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ না থাকায় কারখানার স্বাভাবিক উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ধারা ১২ মোতাবেক ২৩ আগস্ট থেকে কারখানার সব সেকশনের কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের পাওনা বেতন-ভাতার পরিশোধ করা হবে।

ফেনী মডেল থানায় ওসির চেয়ার খালি দেড় মাস, স্থবির সেবা

সাঈদ খান, ফেনী

ফেনী মডেল থানার অফিসার ইনচার্জের (ওসি) পদটি প্রায় দেড় মাস ধরে খালি পড়ে রয়েছে। ওসি ফৌউজুল আমিন অসুস্থতাজনিত কারণে দীর্ঘদিন ধরে থানায় অনুপস্থিত। তবে তিনি কী রোগে আক্রান্ত বা কোথায় চিকিৎসাধীন আছেন সে বিষয়ে পরিষ্কার কোনো তথ্য দিতে পারছেন না কেউই। ওসি না থাকায় এবং পরিদর্শক (অপারেশনস) ও পরিদর্শক (প্রশাসন)-সহ বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার নিয়মিত উপস্থিতি না থাকায় থানাটির দৈনন্দিন কার্যক্রমে চরম স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই থানায় প্রতিদিন দূর-দূরান্ত থেকে আসা শত শত সেবাপ্রার্থী চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। অনেকেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসার স্থান না পেয়ে থানার আঙিনায় বা গোলঘরে অপেক্ষা করছেন।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, ফেনীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বেশ সংবেদনশীল। চুরি, ছিনতাই, প্রতারণা ছাড়াও পারিবারিক ও জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে প্রতিদিন বহু মানুষ থানায় আসেন। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা না থাকায় এবং অনেক উপপরিদর্শক (এসআই) ছুটি বা সাক্ষ্য দেওয়ার অজুহাতে অনুপস্থিত থাকায় সাধারণ মানুষকে দিনের পর দিন ঘুরেও কাঙ্ক্ষিত সেবা মিলছে না। সিদ্ধান্ত দেওয়ার মতো অভিভাবক না থাকায় জোড়াতালি দিয়ে চলছে মডেল থানার প্রশাসনিক কাজ। বর্তমানে ওসি (তদন্ত) শ্যামল কান্তি সাময়িকভাবে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বিষয়টি নিয়ে ফেনীর পুলিশ সুপার (এসপি) প্রত্যুষ রায় জানান, ওসি ফৌউজুল আমিন অসুস্থতাজনিত ছুটিতে রয়েছেন। তিনি বলেন, "সদর থানার ওসি ছুটিতে আছেন। বিষয়টি সমাধান প্রক্রিয়ায় রয়েছে, একটু অপেক্ষা করুন সব ঠিক হয়ে যাবে।"

বগুড়ায় যৌতুকের দাবিতে মারপিট স্বামীর কারাদণ্ড

মো. আব্দুল মান্নান, বগুড়া

বগুড়ায় যৌতুকের দাবিতে মারপিট করায় স্বামীর ২ বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ১ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। সাজাপ্রাপ্ত আসামি বগুড়া শিবগঞ্জ থানাধীন কাশিমপুর গ্রামের মাহবুবুল আলমের পুত্র মো. মুসা(৪৫)। গতকাল বগুড়ার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২ এর বিজ্ঞ বিচারক এ এস এম তাসকিনুল হক শুনানী অন্তে উপরোক্ত সাজা প্রদান করেন। এই মামলার অপর আসামী মুসার পিতা মাহবুবুল আলমকে খালাস প্রদান করা হয়েছে। সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন স্পেশাল পিপি মোজাম্মেল হক।

জানা গেছে, এই মামলার বাদী কাশিমপুর গ্রামের খয়বর আলীর কন্যা মিলি আকতার। মিলি আকতারের স্বামী মো. মুসা। মুসা গত ২০১১ সালের ৫ অক্টোবর ৫০ হাজার টাকা যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে মারপিট করে বাড়ি থেকে বের করে দিলে মিলি তার বাবার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পরে মিলি কোর্ট এ পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে মামলা করলে বিজ্ঞ আদালত স্বাক্ষ্য প্রমান অন্তে মুসাকে উপরোক্ত সাজা প্রদান করেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা সেমিনার অনুষ্ঠিত

নজমুল হক, গাজীপুর

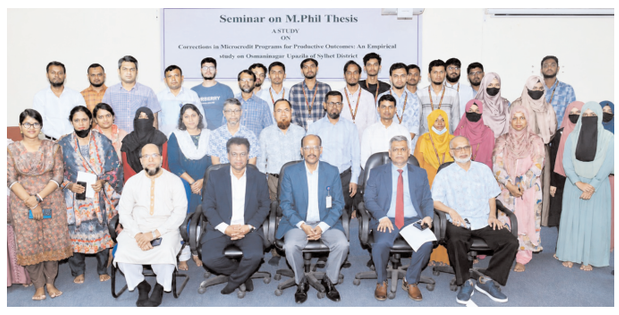

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস স্টাডিজের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের উদ্যোগে রবিবার (২৩ আগস্ট) একটি গবেষণা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে অনুষ্ঠিত সেমিনারে গবেষক হিসেবে গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের শিক্ষার্থী চম্পক কুমার বর্মন। সেমিনারে উপস্থাপিত গবেষণাপত্রের শিরোনাম ছিল "Corrections in Microcredit Programs for Productive Outcomes: An Empirical Studz on Osmaninagar Upazila of Sylhet District." সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মো. লুৎফর রহমান বলেন, 'গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক উৎকর্ষ ও জ্ঞানচর্চার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার পরিধি আরও বিস্তৃত এবং গতিশীল করতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহিত করার পাশাপাশি তাদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা একাডেমিক পরিসরে উপস্থাপনের সুযোগ তৈরি করা জরুরি। এ ধরনের গবেষণা সেমিনার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে গবেষণার আগ্রহ ও একাডেমিক চর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।' প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, 'আজকের সেমিনারে যে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। মাইক্রোক্রেডিট কর্মসূচির উৎপাদনশীল ফলাফল এবং এর কার্যকারিতা নিয়ে পরিচালিত এ গবেষণা দেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আমি আশা করি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতেও দেশ ও সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গবেষণায় আরও বেশি সম্পৃক্ত হবেন।'

সেমিনারে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. ফরিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'গবেষণাপত্রটি সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণার বিষয়বস্তু, তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপনার ক্ষেত্রে গবেষক প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। এ ধরনের গবেষণা একাডেমিক জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আজ যে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করা হয়েছে, তা মানের দিক থেকে দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত গবেষণাপত্রের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়; বরং এটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।"গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলাম। ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় সেমিনারে সভাপতিত্বে করেন ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস স্ট্যাডিজের চেয়ারম্যান শেখ মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম।

কমলগঞ্জে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

পিন্টু দেবনাথ, মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার পতনউষার উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ থেকে ২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ অর্জনকারী কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। গতকাল রোববার দুপুরে শহীদনগর বাজারের গ্রাম বাংলা সমাজকল্যাণ পরিষদ মিলনায়তনে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আমেরিকা প্রবাসী লায়ন ইঞ্জিনিয়ার বশীর উদ্দীন আহমেদ প্রতিষ্ঠিত 'বেগম নুর জাহান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট'।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পতনউষার উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ ফয়েজ আহমেদ। ট্রাস্টের সভাপতি আব্দুল হক চৌধুরী সাইস্তার সভাপতিত্বে ও সাংবাদিক মাইদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি আব্দুল হান্নান চিনু, পতনউষার উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের সহকারী শিক্ষক জমশেদ আলী, সাপ্তাহিক কমলকুঁড়ি পত্রিকার সম্পাদক পিন্টু দেবনাথ এবং লেখক ও সাংবাদিক আব্দুল হাই ইদ্রিছী। বক্তারা কৃতি শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, কঠোর অধ্যবসায় ও নিয়মতান্ত্রিক পড়াশোনার মাধ্যমেই এই সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। আগামী দিনে দেশ ও দশের কল্যাণে শিক্ষার্থীদের সৎ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার আহ্বান জানান তারা। পরে কৃতি শিক্ষার্থীদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। পরে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ৫ জন শিক্ষার্থীদের সম্মাননা ও উপহার প্রদান করা হয়।

পরে বশীর উদ্দীন আহমদ এর সৌজন্যে বিশিষ্ট সমাজসেবক ও সাংবাদিক আব্দুল হান্নান চিনু কে সম্মাননা ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।

মাদরাসাছাত্রীকে পালাক্রমে ধর্ষণ ২ জনের যাবজ্জীবন

ফরিদপুর প্রতিনিধি

ফরিদপুরে ১৭ বছর বয়সী মাদরাসার এক ছাত্রীকে পালাক্রমে ধর্ষণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে ২ জনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাদের আরও এক বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। গতকাল দুপুর ১টার দিকে ফরিদপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল (জেলা ও দায়রা জজ)-এর বিচারক শামীমা পারভীন এ আদেশ দেন।

রায় প্রদানের সময় আসামিরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। রায় প্রদানের পর তাদের পুলিশ প্রহরায় জেলা কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ওই কিশোরী রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার একটি মাদরাসায় পড়াশোনা করত। ২০২৪ সালের ১৭ অক্টোবর সে তার প্রেমিকের সঙ্গে চলে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হয়। তবে প্রেমিক না আসায় তার মামাতো ভাই রিয়াজ ব্যাপারীকে (২৪) ফোন করে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য। রিয়াজ ব্যাপারী তার দুই বন্ধুর বাসা ফরিদপুর শহরের ভাটিলক্ষ্মীপুর মহল্লার সৈয়দ ফকিরের বাড়িতে নিয়ে যায়। পরদিন ১৮ অক্টোবর সকালে রিয়াদ বাইরে চলে গেলে রিয়াদের দুই বন্ধু সুমন মোল্লা (২১) ও মো. ওসমান ব্যাপারী (৩১) ওই কিশোরীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। এ ঘটনায় ওই মেয়ের মা বাদী হয়ে ২০২৪ সালের ২১ অক্টোবর ফরিদপুর কোতোয়ালি থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে পালাক্রমে ধর্ষণের অভিযোগে সুমন, ওসমান ও রিয়াদকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন।

এ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) জাফর ইকবাল ২০২৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তিনজনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন।

কিশোরীর গোসলের ভিডিও ধারণের অভিযোগে যুবকের কারাদণ্ড

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর এলাকায় অপ্রাপ্ত কিশোরীর গোসলের ভিডিও গোপনে মোবাইল ফোনে ধারণের চেষ্টার দায়ে ফুলচান নামে (৩৮) এক যুবককে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

রোববার বিকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এ এইচ এম ফখরুল হোসাইন এ আদেশ প্রদান করেন।

দন্ডপ্রাপ্ত যুবক হলেন, রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার দক্ষিণ ফানাপুর গ্রামের আনসার আলীর ছেলে ফুলচান মিয়া ।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, ওই যুবক তার স্ত্রীকে নিয়ে ছয়মাস আগে সফিপুর বাজার এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে উঠে। তার স্ত্রী স্থানীয় একটি মহিলা পার্লারে কাজ করে। এদিকে শনিবার বিকালে একই বাড়ির ভাড়াটিয়া অপ্রাপ্ত কিশোরী গোসল করতে গেলে ওই যুবক মোবাইল ফোনে গোপনে ভিডিও ধারনের সময় স্থানীয়রা খোঁজ পেয়ে ওই যুবককে আটক করে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোর্পদ করে। পরে ওই যুবককে গতকাল রোববার বিকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যলয়ে হাজির করা হলে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ফুলচান মিয়াকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়। পরে থানার মাধ্যমে তাকে জেল হাজতে পাঠানো হয়।

কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম বলেন, এক কিশোরীর গোসলের ভিডিও গোপনে ধারণের চেষ্টার অভিযোগে এক যুবককে ৬ মাসের সাজা দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। পরে তাকে জেল হাজতে পাঠানো হয়।

জামালপুরে ১৬ বস্তা ঘোড়ার মাংস জব্দ, আটক ৫

জামালপুর প্রতিনিধি

জামালপুরে ১৬টি বস্তায় ৯শ কেজি ঘোড়ার মাংস বোঝাই পিকআপসহ ৫ জনকে আটক করা হয়েছে। রোববার দুপুরে সদর উপজেলার নরুন্দি ইউনিয়নের মিরাপুর এলাকা থেকে ঘোড়ার মাংসসহ তাদের আটক করে পুলিশ। নরুন্দি তদন্ত ক